ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গীকার

(Vow to Worship God)

আদিপুস্তক ২৮ অধ্যায় ১৬-২২ পদ

বিগত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, যাকোব নিজের দাদার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেছে। কিন্তু এমন অপ্রিয় সত্য পিতা ইস্হাকের কাছে বলা হয়নি। পরিবর্তে, মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাকোবের যাত্রার কারণ হিসাবে তাঁকে যে কথা বলা হয়েছে, তা হল, সে যেন সেখান থেকে তাঁর মাকে সন্তুষ্ট করবে, এমন স্ত্রী নিয়ে আসে। যাইহোক, যাকোব তার পাপের মাসুল দিতে বাধ্য হয়েছে, মায়ের আঁচল ছেড়ে, একাকী মামার বাড়ীর দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করেছে। যাকোব এই যাত্রায় তার সঙ্গে কিছুই নিতে পারেনি, কেবল পিতা ইস্হাকের স্বেচ্ছাকৃত অন্তীম আশীর্বাদ সে পেয়েছে। এইভাবে, মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে, যে যাত্রায় সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল শূন্য, এবং যাকোবের আত্মবিশ্বাস যখন তলানিতে পৌঁছেছিল, তখনই ঈশ্বর তাকে দেখা দিলেন। বেথেল, তথা ''ঈশ্বরের গৃহে'' ঈশ্বর যাকোবকে দর্শন দিয়ে ঈস্রায়েল, তথা মণ্ডলীর সূচনার পূর্বাভাষ দিলেন, যার পূর্ণতা যাকোবের বংশধর, তথা ঈশ্বরের একজাত পুত্র যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে আসতে চলেছে। যাকোবের স্বপ্নের সেই আকাশছোয়া সিঁড়ি হলেন স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট, যিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার একমাত্র পথ। কেবল তিনিই পারেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পাপ দ্বারা বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া লাগাতে।

ঈশ্বর যখন এইভাবে তাঁর অনুগ্রহে যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার পথের পূর্বাভাষ দিলেন, তখন ঈশ্বরের এই পরিকল্পনার প্রতি অযোগ্য যাকোবের উত্তর কী ছিল, তা আজ আমরা আদি ২৮:১৬-২২ পদে দেখেছি। যাকোবের এই উত্তরের মধ্যে যে সমস্ত সত্য লুকিয়ে আছে, তা আমরা একটা একটা করে দেখব।

ক। যাকোব ভয় পেয়েছিল। ১৬-১৭ পদে বলা হয়েছে, *"পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকোব কহিলেন, অবশ্য এইস্থানে সদাপ্রভু আছেন, আর আমি তা জ্ঞাত ছিলাম না। আর তিনি <u>ভীত হইয়া</u> কহিলেন, এ কেমন <u>ভয়াবহ</u> স্থান! এ নিতান্তই ঈশ্বরের গৃহ, এ স্বর্গের দ্বার।''* এখন যাকোবের এইভাবে ভয় পাবার কারণ কী? এর সহজ উত্তরে আমরা বলতে পারি, যেহেতু সেই স্বপ্নের দ্বারা ঈশ্বর তাকে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু আদিপুস্তকে বারংবার আমাদের বিশ্বাসের পিতৃকুলপতিদের প্রতি এইভাবে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে, তারা কিন্তু সেই সমস্ত প্রকাশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। একমাত্র যাকোব এমন পরিস্থিতিতে ভয় পেয়েছে। এর পেছনে যে কারণ থাকতে পারে, তা হল, এমন বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভে যাকোব যে কত অযোগ্য ছিল, তা যাকোব নিজে উপলব্ধি করেছিল। এর আগে আমরা দেখেছি, যাকোবের আত্মবিশ্বাস যখন তলানিতে পৌঁছেছিল, তখনই ঈশ্বর যাকোবকে দেখা দিয়েছিলেন। যাকোব এর জন্য কোনও ভাবেই তৈরী ছিল না। নিজের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করে, সে কখনও ঈশ্বরের এত বড়ো আশীর্বাদ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি। নিজের অসহায়তা ও অযোগ্যতার প্রেক্ষাপটে যাকোব যখন ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছে, তখন ঈশ্বরের পবিত্রতার সম্মুখে নিজের পাপময়তাকে দেখে যাকোব ভয় পেয়েছে। একই ধরণের ঘটনা আমরা পিতরের সঙ্গে যীশুর সাক্ষাতে দেখতে পাই, যখন পিতর যীশুকে এমন কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল, ''প্রভু আমার কাছ থেকে প্রস্থান করুন, কারণ, হে প্রভু, আমি পাপী'' (লূক ৫:৮)। একইভাবে, ঈশ্বর যখন তাঁর অনুগ্রহে যাকোবকে দেখা দিয়েছেন, তখন তা যাকোবকে অবাক করেছে, এবং যাকোব ভয় পেতে বাধ্য হয়েছে।

খ। যাকোব ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার করেছিল। বিস্ময় এবং ভয় কাঠিয়ে ওঠার পর, যাকোব ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার করেছে। ২৮:২০-২১ পদে যাকোব ঈশ্বরের কাছে যে মানত বা দিব্য করেছে, তা এর আগে ১৫ পদে ঈশ্বর যাকোবের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তারই প্রতিধ্বনি। ১৫ পদে ঈশ্বর যাকোবের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, *"(১) আমি তোমার সহবর্তী, (২) যে যে স্থানে তুমি যাবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করব, ও (৩) পুনর্বার এই দেশে আনব।''* আর এখানে যাকোব ঈশ্বরের কাছে মানত করে বলেছে, *"(১) যদি ঈশ্বর আমার সহবর্তী হন, (২) আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেন, এবং আমার অহারার্থে খাদ্য ও পরিধানার্থে বস্ত্র দেন, আর (৩) আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরে আসতে পারি, তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হইবেন . . .।'' মানত বা দিব্য হল সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার, যাদের সঙ্গে কোনও শর্ত যুক্ত থাকে। আমরা যাকোবকে এখানে সেই শর্তযুক্ত অঙ্গীকার করতে দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য, লক্ষ্য করার বিষয় হল, যাকোব কিন্তু এখানে নিজের মনগড়া শর্ত ঈশ্বরের উপর আরোপ করেনি, ঈশ্বরেরই প্রতিজ্ঞা, তথা বাক্যকে ভিত্তি করে যাকোব এখানে তার শর্তের কথা বলেছে। আর যাকোব এখানে যে অঙ্গীকার করেছে, তার মূল কথা হল, সদাপ্রভু যেমন যাকোবের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাকের ঈশ্বর ছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি যদি যাকোবের ঈশ্বর হন, তাহলে তার প্রতি উত্তর হিসাবে, যাকোব নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ বা উৎসর্গ করবে। সদাপ্রভু যদি যাকোবের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, যাকোবের ন্যূনতম প্রয়োজন, খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান দেন, এবং তাকে কনানে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে যাকোব কেবল সদাপ্রভু ঈশ্বরের আরাধনা করবে, এবং সেই আরাধনাকে সে সদাপ্রভুর সমস্ত আশীর্বাদের দশমাংশ দানের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করবে। ২২ পদে বলা হয়েছে, *"এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করেছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, তার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দেব।''*

এইভাবে ঈশ্বর যখন নিজেকে যাকোবের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তখন যাকোব যেমন ঈশ্বরের কাছে এমন অঙ্গীকার করেছিল; আজ তিনি যখন আপনার ও আমার কাছে যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদেরও প্রয়োজন আছে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করার। আমরা যখন বাইবেলের বাক্যের মাধ্যমে আমাদের মহান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি, তখন কেবল অবাক হওয়া বা ভয় পাওয়া যথেষ্ট নয়। মণ্ডলী, তথা খ্রীস্টীয় সহভাগিতার প্রতি কেবল আকর্ষিত হওয়া বা মুগ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। ঈশ্বর তাঁর সন্তান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ বা অত্মোৎসর্গ দাবি করে থাকেন। যাকোবের ক্ষেত্রে সেই আত্মোৎসর্গের পার্থিব প্রতীক ছিল স্বেচ্ছায় দশমাংশ দানের অঙ্গীকার। যে বিষয়টি এখানে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, সিনয় পর্বতে ঈশ্বর তখনও মোশির মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের প্রতি বিধান দান করেননি। আর তাই, যাকোব বাৎসরিক দশমাংশ দানের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ ছিল না। মোশির পর থেকে যাকোবের সন্তানরা যেমন তাদের **জমিতে উৎপন্ন সমস্ত ফলের বাৎসরিক দশমাংশ দিতে বাধ্য ছিল** (লেবীয় ২৭:৩০; ২বিবরণ ১৪:২২-২৩), যাকোব কিন্তু নিজে সেই ভাবে দায়বদ্ধ ছিল না। কিন্তু অযোগ্য যাকোব ঈশ্বরের যে অনুগ্রহের স্পর্শ পেয়েছে, তা তার মধ্যে এমন হৃদয়কে জন্ম দিয়েছে, যা ঈশ্বরকে কিছু ফেরত দিতে চায়। কিন্তু যাকোবের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করা খুবই কঠিন। কারণ, এর আগে আমরা যাকোবের যে পরিচয় পেয়েছি, তা হল, সে নিজের অধিকার কায়েম করতে ছিল নাছোরবান্দা, যার চিন্তায় **দান করার চেয়ে গ্রহণ বা লাভ করার মধ্যেই ছিল বেশি আশীর্বাদ**। তার অভিলাষ ছিল নিজের চেষ্টায় বড়ো হওয়া এবং কারুর অধীন থাকতে অনিচ্ছা। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, যাকোব **গ্রহণ বা লাভ করার থেকে দান করার মধ্যে বেশি আশীর্বাদ** উপলব্ধি করেছে (প্রেরিত ২০:৩৫)।

আমাদের জীবনেও কি তাঁর অনুগ্রহ এমন প্রভাব বিস্তার করেছে? কুলপতিদের ন্যায় আমরাও মোশির বিধান দ্বারা বাৎসরিক দশংমাংশ দানে দায়বদ্ধ নই। এটা ছিল ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের সরকারি বিধানের একটি অংশ। (পুরাতন নিয়মে আমরা ৩ ধরণের বিধান দেখতে পাই: পর্ব-সংক্রান্ত বিধান, সরকারি বিধান ও নৈতিক বিধান। পর্ব পালনের বিভিন্ন বিধান স্বয়ং খ্রীস্টের আত্মোৎসর্গের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে; দেশ ও জাতি হিসাবে ইস্রায়েল যে সমস্ত সরকারি আইন পালন করতে বাধ্য ছিল, তা আমাদের প্রতি আজ খাটে না; কিন্তু নৈতিক বিধান খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য)। এখন, সেই সরকারি বিধান অনুসারে, ইস্রায়েল যতদিন সেই দেশে বসবাস করত, সেই দেশের উপর ঈশ্বরের মালিকত্বকে স্বীকার করে, ইস্রায়েলীয়রা তাদের কৃষিজাত পণ্যের দশ ভাগের এক ভাগ সদাপ্রভুকে দিতে বাধ্য ছিল। এখন, মোশির বিধান অনুসারে, কৃষিজাত পণ্যের দশমাংশ দেবার নিয়ম থাকায়, আজকের দিনে আমাদের যদি সেই বিধান পালন করতে হত, তবে তা খুবই সহজ ছিল। কারণ, আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নই। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিধানের বাধ্যবাধকতার মধ্যে না থেকে, অনুগ্রহের নিচে বসবাস করার কারণে কি আমরা আমাদের ঈশ্বরকে কম দেব? তা কখনও হতে পারে না! তাঁর অনুগ্রহ যদি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে থাকে, তাহলে দশমাংশ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেবার জন্য কাউকে আমাকে বিরক্ত করতে হবে না, কাউকে আমার পেছনে লেগে থাকতে হবে না, কাউকে আমাকে বারবার বলতে হবে না। আমরা আমাদের অপরাধ বোধ থেকে দান দেব না, পরিবর্তে সুসমাচারের প্রতি উপচে পড়া শ্রদ্ধামিশ্রিত কৃতজ্ঞতায় আমরা আমাদের উপহার-দান দেব। তাই, প্রেরিত পৌল এমন কথা বলেছেন, *"প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করেছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখপূর্বক কিংবা আবশ্যক বলে না দিক, কারণ ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালোবাসেন"* (২করিন্থীয় ৯:৭)। আমরা যদি আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের মহত্ব উপলব্ধি করে থাকি, তাহলে আমরা **দান করার অনুগ্রহও** উপভোগ করব (২করিন্থীয় ৮:৭)।

গ। যাকোব পাথর দিয়ে স্তম্ভ তৈরী করেছিল। ১৮-১৯ পদে বলা হয়েছে, *"পরে যাকোব প্রত্যুষে উঠে, বালিশের জন্য যে পাথর রেখেছিল, তা নিয়ে স্তম্ভ স্থাপন করে তার উপর তেল ঢালল। আর সেই স্থানের নাম বেথেল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখল . . .।"* যাকোব তার স্বপ্নে এখানে স্বর্গে প্রবেশের দ্বার দেখেছে, তাই স্বপ্নে দেখা সেই সিঁড়ির অনুকরণে যাকোব সেই পাথর সাজিয়ে স্তম্ভ স্থাপন করল। সেই স্তম্ভের পার্থিব প্রান্ত হল সেই স্থান, তথা বেথেল, ঈশ্বরের গৃহ; এবং অপর প্রান্ত হল স্বর্গের দ্বার। স্বপ্নে সেই সিঁড়ির শীর্ষে যেমন স্বর্গ ছিল, তেমনই যাকোব সেই পাথরের উপর তেল ঢেলেছিল, যার দ্বারা আশীর্বাদের উৎসস্থলকে সে প্রতিকীকৃত করেছে। যাকোবের তৈরী পাথরের এই স্তম্ভ যাকোবের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ সাক্ষাতকে চিরকাল স্মরণ করিয়ে দেবে। আদিপুস্তক ৩৫ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব, যাকোব যখন পুনরায় এই দেশে ফিরে আসবে, অর্থাৎ যখন যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে, তখন যাকোব ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করবে, ঈশ্বর আরাধনা করবে।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ প্রকাশ দেখে, যাকোব কেবল দশমাংশ দানের অঙ্গীকার নয়, **ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গীকারও করেছে**। এ কথা আমাদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি আমরা উপলব্ধি করে থাকি, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরকে উপহার দানে যেমন আমাদের উদ্যোগী করবে, তেমনই সেই ঈশ্বরের আরাধনা করার ক্ষুধা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি করবে। উপহার দানের ন্যায় মণ্ডলীর বিভিন্ন আরাধনায় আমাদের যোগদান অপরাধ-পরিচালিত বাধ্যবাধকতার দ্বারা নয়, কিন্তু যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে আমাদের প্রতি প্রকাশিত ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় সাধিত হবে। একজন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী যেমন কখনও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না দেখে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনই, খ্রীস্টবিশ্বাসী কখনও ঈশ্বর-আরাধনায় নিরুৎসাহিত হতে পারে না।

ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যাকোব যদি এইভাবে ঈশ্বর আরাধনায় উদ্যোগী হয়ে থাকে, এ বিষয়ে আমাদের অনেক বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যাকোবের এই স্বপ্নে যে সিঁড়িকে দেখানো হয়েছিল, তার পূর্ণতা যীশু খ্রীস্টে সাধিত হয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি। যাকোব এই স্বপ্নে কেবল সেই সিঁড়ি দেখেছিল (ছায়া), আর আমরা সেই সিঁড়ি যাঁর প্রতীক, সেই খ্রীস্টকে আমাদের জীবনে পেয়েছি (কায়া), তাহলে আমরা তাঁর আরাধনা করতে কত বেশি আগ্রহী হব। যাকোব এই স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর সেই সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাসী আমরা যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে স্বর্গীয় সিয়ন পর্বতে উপস্থিত হবার, ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হয়ে ভক্তি ও ভয় সহকারে তাঁকে প্রণাম করার ও তাঁর প্রীতিজনক আরাধনা করার সুযোগ পেয়েছি (ইব্রীয় ১২:২২-২৯)। এমন বিশেষ অধিকারে আধিকারী আমরা কি কখনও তাঁর আরাধনায় নিরুৎসাহিত হতে পারি?

এইভাবে আমরা যখন যাকোবের এই উত্তর থেকে ঈশ্বর আরাধনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করি, তখন এই ঘটনা একই সঙ্গে দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে আমাদের শিক্ষা দেয়।

১ম সতর্কতা: ক্রমশ বা ধারাবাহিক পরিবর্তনকে স্বীকার করা। বেথেলে ঈশ্বরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ কিন্তু যাকোবকে তাৎক্ষণিক ভাবে পবিত্র ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেনি। যাকোবের পরবর্তী জীবনে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বরের সুরক্ষার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও, যাকোব যখনই প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে, তখনই সে তার ছল-চাতুরির দ্বারা তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছে। পুরানো অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা

অনুগ্রহে সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যায় না। যাকোবের জীবনে শুদ্ধিকরণের পথ ছিল সুদীর্ঘ ও ধারাবাহিক, এবং শেষপর্যন্ত ইহজীবনে তা অসমাপ্ত থেকে গেছে। আমাদের জীবনেও এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। প্রাত্যহিক জীবনে আমরাও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখা অথবা অভ্যাসগত পাপপথ অনুসরণ করার মধ্যে একটিকে আমরা বেছে নিই। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, আমরা বারংবার ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পরিবর্তে আমাদের পাপপথই বেছে নিয়েছি। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যাকোব তার অভিজ্ঞাতায় সেই সমস্ত পাপপথ বেছে নেবার পর, বেথেলে তার এই অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়েছিল। ঠিক একইভাবে, বিশ্বাসী আমাদেরও উচিৎ, খ্রীস্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তা বারংবার স্মরণ করা, বিশেষ করে বিভিন্ন পাপ করার পর। এই জন্যই ঈশ্বর আমাদের প্রভুর ভোজ পালন করতে বলেছেন। পৌলের কথানুসারে, ***"যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করে থাক"*** (১করিন্থীয় ১১:২৬)। আমরা যেন প্রভুর ভোজে মিলিত হতে সর্বদা উদ্যোগী হই।

২য় সতর্কতা: <u>বেথেল যেন ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের বিকল্প না হয়</u>। যে বেথেলে ঈশ্বর যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যেখানে যাকোব সদাপ্রভুর আরাধনা করার ও তাঁকে দশমাংশ দানের অঙ্গীকার করেছিল, সেই বেথেলের বিষয় আমোষ ৫:৫ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"কিন্তু বেথেলের অন্বেষণ কোরো না, . . . কারণ . . . বেথেল অসাড় হয়ে পড়বে।"*** কেন এমন কথা বলা হয়েছে? কারণ হল, যে স্থানে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই স্থান জীবিত ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের বিকল্প হয়ে উঠেছিল। অথবা বলা যেতে পারে, বেথেল, তথা ঈশ্বরের গৃহ পৌত্তলিকতার গৃহে রূপান্তরিত হয়েছিল। একই ধরণের ঘটনা প্রান্তরে মোশি যে ব্রোঞ্জের সাপকে উপরে তুলেছিল, তার প্রতিও ঘটেছিল (গণনা ২১:৯; ২রাজাবলি ১৮:৪)। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও একইভাবে আমাদের বিভিন্ন ঐতিহ্য বা পরম্পরার দ্বারা এত প্রভাবিত হই যে, জীবিত ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিবর্তে আমরা ঐ সমস্ত বিষয় পালনে আরও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করি। অতীতে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কোথায় কোথায় দেখা দিয়েছেন, সেই সমস্ত স্থানের প্রতিই আমাদের বেশি আগ্রহ, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। আবার কখনও কখনও আমরা আমাদের ঈশ্বর-আরাধনায় কয়েকটি বিষয়কে এত বেশি গুরুত্ব দিই যে, সেগুলি ছাড়া ঈশ্বর-আরাধনা অসম্ভব, এমন ভাব দেখাই। ফলস্বরূপ, ঐ সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা অন্যদের সমালোচনা করতে এগিয়ে যাই, কিন্তু নিজেদের পৌত্তলিকতাকে দেখতে পাই না। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, কত সহজে ঈশ্বর-দত্ত বিভিন্ন উত্তম বিষয় কীভাবে আমাদের কাছে পাপ করার ফাঁদে রূপান্তরিত হতে পারে।

চূড়ান্ত অনুগ্রহ আমরা যীশু খ্রীস্টের মৃত্যুর মাধ্যমে লাভ করেছি। তিনিই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পাপ দ্বারা বিচ্ছিন্ন সম্পর্ককে জোড়া লাগিয়েছেন। তিনিই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন। তিনিই স্বর্গে যাবার প্রকৃত সিঁড়ি। তাঁর মাধ্যমেই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে। তাঁতেই আছে প্রকৃত নিরাপত্তা/সুরক্ষা ও গুরুত্ব। তাঁতেই আমরা সমস্ত স্বর্গীয় ধনে ধনবান হই (ইফিষীয় ১)। এগুলি হল এমন আশীর্বাদ, যা আমরা যাকোবের মতো ছল করে অর্জন করতে পারি না; কিংবা বাবিলবাসীর মতো নিজেদের ক্ষমতায় অর্জন করতে পারি না। পরিবর্তে, তা তাঁর মনোনীত ও আহূত আমাদেরকে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে, বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন। আসুন, তাঁর সেই অনুগ্রহে আমরা যতজন তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি, তারা যাকোবের মতো ক্রমশ পরিবর্তিত হই এবং সতর্ক হই, যেন তিনিই আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান হন। আর তা যদি সত্য হয়, আমরা আরও বেশি তাঁর আরাধনায় সচেষ্ট হব। ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে মণ্ডলীর উপাসনা-সভা থেকে নিজেকে দূরে রাখার পরিবর্তে আনন্দ সহকারে সক্রিয় ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করব। আমাদের জীবনে তাঁর ক্রুশীয় অনুগ্রহকে স্মরণ করে বারংবার প্রভুর ভোজে অংশ নেব। একইসঙ্গে, কেবল তাঁর কাছ থেকে পাবার জন্য হাত পেতে থাকব না, তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতায় হৃষ্টচিত্তে আমরা আমাদের উপহার-দান তাঁর কাছে নিয়ে আসব। বৎসরের শুরুতে ঈশ্বরের কাছে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি (প্রতিটি প্রভুর দিনে মণ্ডলীর আরাধনায় যোগদান, বৎসরে সম্পূর্ণ বাইবেল একবার পাঠ, প্রার্থনায় অধিক সময় ব্যয়, ইত্যাদি) সেগুলি পালন করার জন্য আমরা তাঁর অনুগ্রহ কামনা করব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com